113

তারিখ ... 02 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

হেলেন জেরিন খানের দখলে পুরনো হোস্টেল

ইডেন কলেজে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা যে কোন সময় সংঘর্ষের আশঙ্কা

ইলিয়াস খান

ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এখন বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা বিরাজ করছে। যে কোন সময় আবার ভয়াবহ সংঘর্ষ হতে পারে। গত ২৪ জুলাই হোস্টেল খালি করে দিয়ে পুনরায় কার্ড দেখে হোস্টেলে ঢুকতে দেয়া হলেও ক্যাম্পাস বহিরাগত মুক্ত হয়নি। কলেজ ছাত্রী সংসদের ব্যানারে পুরনো হোস্টেলে অবস্থান নিয়েছে বহিরাগতরা। ছাত্রলীগ কর্মীরাও এবার প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

ইডেন কলেজের বর্তমান সঙ্কট শুরু '৯৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে। এদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ কর্মীরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা অভিযোগ করেছে, ছাত্রদল কর্মীরা অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল দখল করে নেয় এবং সেখানে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন করে। এ নিয়ে সংঘর্ষ হয়। আর এখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।

এরপর সংঘর্ষ হয় ২৮ সেপ্টেম্বর। ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। উভয় সংগঠনেরই কয়েকজন নেতা-কর্মী গুরুতর আহত হয়। এরপর লেগেই থাকে বিরোধ। শেষ সংঘর্ষ হয় গত ১৯ জুলাই। ছাত্রলীগের মিছিল লক্ষ্য করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা কটূক্তি করলে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত ২৪ জুলাই কর্তৃপক্ষ একদিনের জন্য হোস্টেল খালি করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ছাত্রীরা হল ত্যাগ করে চলে গেলেও ছাত্রদল কর্মীরা ভিপি হেলেন জেরিন খানের নেতৃত্বে পুরনো হোস্টেলে অবস্থান নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা হলেই অবস্থান করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক কলেজ পরিদর্শন করেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঘটনার একটি আপাত সুরাহা করে দিয়েছেন। কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনার অবসান হয়নি।

বিএনপি সরকারের আমলে কলেজের ছাত্রী সংসদের ভিপি হেলেন জেরিন খানের একক আধিপত্যে কলেজে অনেক অনিয়ম হয়েছে। টাকা নিয়ে ভর্তি, সীট প্রদান ইত্যাদি নানা অভিযোগ রয়েছে। সূত্র জানায়, এ বছরও হেলেন জেরিন খান অর্থনীতি বিভাগে তিনজনকে অবৈধভাবে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ কর্মীরা এর প্রতিবাদ জানালে ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। মূলত এ ঘটনার পরই হেলেন জেরিন ছাত্রলীগের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

'৯১ সালে কলেজের শেষ ছাত্রী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে।

এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা কয়েক বার নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন দেয়নি। এদিকে হেলেন জেরিনসহ ছাত্রদলের অধিকাংশ নেত্রীরই '৯৩ সালে ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও তাঁরা বহাল তবিয়তে হলে অবস্থান করছেন। এমনকি তাঁদের পুনরায় ভর্তি করানোর জন্য হেলেন জেরিন খান আন্দোলন করছেন। অথচ শুধু এক বছর যাদের শিক্ষা বিরতি রয়েছে তাদেরকেই কেবল পুনর্ভর্তি করা যায়। ছাত্রলীগ নেতৃত্বেও জটের সৃষ্টি হয়েছে।

গত ছয় বছর ধরে শুধুমাত্র কলেজ কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকই রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনও করা যায়নি। তাছাড়া বর্তমানে যাঁরা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন তাঁদেরও '৯৩ সালে ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে।

এ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের জট। ইডেন কলেজে এখন এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। ১৮ হাজার ছাত্রীকে উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হচ্ছে সব সময়। সাধারণ ছাত্রীরা এ অবস্থার অবসান চায়।